অনশনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মেঝেতে শুয়ে রাত কাটালেন ববি উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল ও ববি প্রতিনিধি

শিক্ষার্থীদের পাশে মেঝেতে মশারির ভেতর শুয়ে রাত কাটান ববি উপাচার্য ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম। ছবি : কালের কণ্ঠ

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের নিচতলা। রাত তখন দেড়টা। চারপাশে সুনসান নীরবতা, মাঝেমধ্যে শুধু মশার বন বন শব্দ। অনশনরত শিক্ষার্থীরা শুয়ে আছেন মেঝেতে।

উপাচার্য ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলমকেও দেখা গেল তাদের পাশে, মশারির ভেতরে শুয়ে আছেন তিনি। আজ শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বাংলোর নরম বিছানা ছেড়ে এসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একই মেঝেতে রাত কাটিয়েছেন তিনি।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই ঘটনার নজির এটাই প্রথম। বিশ্ববিদ্যালয়ের আগের পাঁচজন উপাচার্য ছিলেন।

তবে তাদের কাউকে এভাবে শিক্ষার্থীদের পাশে দেখা যায়নি। এবারই প্রথম কোনো উপাচার্য প্রটোকলের আড়াল থেকে সরে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ালেন।

৩৬ দিনের আন্দোলন

টানা ৩৬ দিন ধরে তিন দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। দাবি তিনটি হলো– অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জমি অধিগ্রহণ আর শতভাগ পরিবহন সুবিধা।

দাবি আদায়ে মানববন্ধন থেকে শুরু করে গণস্বাক্ষর, অবস্থান কর্মসূচি, মহাসড়ক অবরোধ সবই করেছেন তারা। গত ২৭ আগস্ট রাতে নির্মাণাধীন নভোথিয়েটার ও বিটাক ভবনে ব্যানার টাঙিয়ে দিয়েছেন।

ুন

মির্জাপুরে একসঙ্গে ৪ সন্তানের জন্ম দিলেন গৃহবধূ

ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী শারমিলা জামান সেঁজুতি বলেন, ‘৩৬ দিন ধরে আন্দোলন করেও কিছু পাইনি। সড়ক অবরোধ তুলে নিয়েছিলাম জনদুর্ভোগের কথা ভেবে। কিন্তু দাবি না মানা পর্যন্ত অনশন চলবেই।

’

এর আগে উপাচার্যের আশ্বাসে আন্দোলন একপর্যায়ে স্থগিত করেন শিক্ষার্থীরা। পরবর্তী সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) থেকে কোনো সিদ্ধান্ত না আসায় শিক্ষার্থীরা আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত নেন।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী অমিয় মণ্ডল বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে কর্মসূচি পালন করছি। উপাচার্যের আশ্বাসে ছয় দিন কর্মসূচি স্থগিত করেছিলাম। কিন্তু মন্ত্রণালয় বা ইউজিসি থেকে কোনো সাড়া মেলেনি। তাই অনশন ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই।'

নতুন অধ্যায়

গতকাল বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে শিক্ষার্থীরা কিছু সময়ের জন্য বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করেছিলেন। রাতে তারা অনশন কর্মসূচি শুরু করেন।

অনশনরত শিক্ষার্থীরা জানান, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রাপ্ত জমি অধিগ্রহণ ও শতভাগ পরিবহন সুবিধা নিশ্চিতকরণের দাবিতে টানা ৩৬ দিন ধরে আন্দোলন চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন-১০-এর নিচতলায় সাত শিক্ষার্থী আমরণ অনশন শুরু করেন। রাত ১টার দিকে উপাচার্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন এবং দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন। তবে শিক্ষার্থীরা অনশন ভাঙতে রাজি না হলে কষ্ট ভাগ করে নিতে তিনি সিদ্ধান্ত নেন তাদের পাশে রাত কাটানোর। সকাল ৯টা পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন।

এদিকে, উপাচার্যের রাতযাপনের ছবি মুহূর্তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। নেটিজেনরা এ ঘটনার প্রশংসায় ভাসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে। অনেকেই মন্তব্য করেন– এটি যেমন মানবিকতার দৃষ্টান্ত, তেমনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার প্রতিচ্ছবি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তাহসিন হাসান রাকিব বলেন, ‘আমরা বুক ফুলিয়ে বলতে পারি, আমাদের এমন একজন ভিসি আছেন– যিনি শুধু দায়িত্বশীল নন, মানবিকতারও উজ্জ্বল উদাহরণ। শিক্ষার্থীদের পাশে রাত কাটিয়ে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।’

মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী আহম্মেদ মুন্না তার ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, যিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গ্রাউন্ড ফ্লোরে একসঙ্গে ঘুমাচ্ছেন দাবি আদায়ের জন্য, এমন দৃশ্য বাংলাদেশে বিরল। এমন একজন উপাচার্য পেয়ে আমরা সত্যিই গর্বিত।’

এক শিক্ষক বলেন, ‘নেতৃত্ব মানে শুধু নির্দেশ দেওয়া নয়, প্রয়োজনে পাশে থাকা। উপাচার্যের এই পদক্ষেপ ছাত্র-প্রশাসনের দূরত্ব কমাতে সাহায্য করবে।’

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ড. রাহাত হোসাইন ফয়সাল বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো যৌক্তিক। আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান। জমি অধিগ্রহণের নানা ধাপ এগোচ্ছে। আস্থার সংকটের কারণে অনশন পর্যন্ত পৌঁছেছে শিক্ষার্থীরা।’

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর এ বিরল দৃশ্য এখন ক্যাম্পাসজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। টানা ৩৭ দিনের আন্দোলনের পরও কার্যকর উদ্যোগ না আসায় শিক্ষার্থীরা অনশন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। সেই অনশনের মঞ্চেই বাংলোর নরম বিছানা ছেড়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভিসির রাতযাপন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা হয়ে রইল।